বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ

অষ্টাদশ সংখ্যা

৩০শে মাহে তবুক্—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

মাহ্‌দী চরিতামৃত

(হজরত মসীহ মাওউদের বিভিন্ন ছাহাবীগণ কর্ত্তৃক বর্নিত ছিরাতে-মাহদী হইতে অনুদিত)

অনুবাদক—মৌলবী মীর রাফিক আলী সাহেব, এম্-এ, বি-টি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হজরত মৌলানা ছার্-ওয়ার শাহ্ ছাহেবের বিবৃতি :—একবার হজরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) জামানায় মারদান্ নিবাসী কোন এক ব্যক্তি মিঞা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব মারদানীর সঙ্গে সর্ব্ব-প্রথম কাদীয়ান আগমন করেন। প্রথম খলিফা হজরত মৌলবী হেকিম নূরউদ্দিন সাহেব দ্বারা কোন এক রোগের চিকিৎসা করাই এখানে তাঁহার আসার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যক্তি সেল্-সেলার একজন পরম শত্রু ছিলেন। অনেক চেষ্টার পর তিনি কাদীয়ানে আসিতে সম্মত হন। মিঞা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সর্ত্ত ছিল—কাদীয়ানে আহমদীদের মহল্লার বাহিরে তাঁহাকে কোন এক বাড়ী লইয়া দিতে হইবে, আর তাঁহাকে লইয়া আহমদীদের কোনও মহল্লাতেও যাইতে পারিবে না। যাহা-হউক, উপরোক্ত সর্ত্তানুযায়ী তিনি আহমদীদের মহল্লার বাহিরে থাকিয়াই হজরত মৌলবী সাহেব দ্বারা চিকিৎসিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন চিকিৎসার পর যখন তিনি একটু আরাম বোধ করিতে লাগিলেন, তখন কাদীয়ান হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে মিঞা ইউসফ সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কাদীয়ান আসিয়াছ, এরই মধ্যে আবার চলিয়া যাইতে চাও, আমাদের মছজিদ দেখিয়া যাইবে না?" প্রথমে তিনি কিছুতেই এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি এই সর্ত্তে মছ্‌জিদ দেখিতে রাজী হইলেন যে, তাঁহাকে এমন এক সময়ে মছজিদে লইয়া যাইতে হইবে যখন সেখানে কোনই আহমদী থাকিবে না, এমন কি, হজরত মির্জ্জা সাহেবও থাকিতে পারিবেন না। অবশেষে মিঞা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব এমনি এক সময় দেখিয়া তাঁহাকে মছজিদ মোবারক দেখাইতে লইয়া গেলেন। কিন্তু খোদার এমনই মরজি যে, এ দিকে সেই ব্যক্তি যেইমাত্র মছজিদে প্রবেশ করিবার জন্য পা দিয়াছেন, অমনি অপর দিকে ঠিক সেই সময়ে হজরত মসিহ মাউদও (আঃ) কোন এক কার্য্যোপলক্ষে ঘরের দরজা খুলিয়া মছজিদে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার দৃষ্টি হুজুরের উপর পড়িবামাত্র তিনি অবাক হইয়া অবিভূতের মত যন্ত্র-চালিত হইয়া হুজুরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বয়েত (দীক্ষা) গ্রহণ করিলেন।

হজরত খলিফাতুল মসীহ্ ছানীর বিবৃতি :—একবার গুজরাট্ নিবাসী একজন হিন্দু কোন বরযাত্রীর সঙ্গে কাদীয়ান আগমন করেন। সম্মোহন বিদ্যায় (Hypnotism) তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। অতএব তিনি তাহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, "কাদীয়ান আসিয়াছি, চল মির্জ্জা সাহেবকে দেখিয়া আসি।" এর মধ্যে তাহার উদ্দেশ্য ছিল, লোকের সম্মুখে হজরত সাহেবের উপর স্বীয় সম্মোহন বিদ্যার প্রভাব বিস্তার করিয়া সমবেত জনতার মধ্যে হজরত সাহেব দ্বারা কোন এক অশোভন অঙ্গ-ভঙ্গী করাইবেন। যখন তিনি মছজিদে গিয়া হজরত সাহেবের সাক্ষাৎ পাইলেন তখনই তাঁহার উপর স্বীয় বিদ্যার প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু নিজকে সামলাইয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে হজরত সাহেব যখন কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত, পুনরায় তিনি স্বীয় কার্য্যে রত হইলেন। এর মধ্যে আবার তাহার শরীর এক ভীষণ শিহরণ দিয়া উঠিল এবং মুখ দিয়াও ভয়সূচক কথা বাহির হইয়া পড়িল। আবার তিনি নিজকে সামলাইয়া লইলেন। ইহারও অল্পক্ষণ পরে তিনি এক ভীষণ চিৎকার করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া মছজিদ হইতে বাহির হইয়া জুতা পায়ে না দিয়াই যেদিকে পারিলেন লম্বা দৌড় দিলেন। তাহার সঙ্গী ও অন্যান্য লোক তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তাহাকে ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করার পর যখন তাহার চৈতন্য উদয় হইল তখন তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি সম্মোহন বিদ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ। আমি মনে করিয়াছিলাম, মির্জ্জা সাহেবের উপর আমার বিদ্যার প্রভাব বিস্তার করিয়া সমবেত লোকের সম্মুখে তাঁহার দ্বারা কোন

অশোভন অঙ্গ-ভঙ্গী করাইব। এই উদ্দেশ্যে যখন আমি আমার যাদু-দৃষ্টি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলাম, তখন দেখি, কিছু দূরে আমার সম্মুখে এক ব্যাঘ্র বসিয়া রহিয়াছে। আমি উহাকে দেখামাত্র কাঁপিয়া উঠিলাম। এই দৃশ্যকে আমার নিছক কল্পনা মনে করিয়া নিজকে একটু তিরস্কারও করিলাম। পুনরায় মির্জ্জা সাহেবের উপর মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিলে, দেখি, সেই ব্যাঘ্র এবার আমার সম্মুখে একটু নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। আমার শরীর আবার কম্প দিয়া উঠিল। কিন্তু পুনরায় নিজকে সামলাইয়া লইয়া নিজকে নিজে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলাম যে, ইহা আমার কল্পনা-প্রসূত ভয়। তৎপর আমার মনকে দৃঢ় সংযত করিয়া এবং সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় মির্জ্জা সাহেবের উপর আমার যথাশক্তি মনোযোগ নিয়োজিত করিবা মাত্র দেখি যে, এবার সেই ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া সেখান হইতে পলায়ন পর হইলাম।"

হজরত খলিফাতুল-মসিহ্ সানী বলেন—এই ঘটনার পর হইতে সেই ব্যক্তি হজরত সাহেবের একজন পরম ভক্ত হইয়া উঠেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন হজরত সাহেবকে প্রায়ই চিঠি-পত্র লেখিতেন।

মৌলবী আব্দুর রহীম দরদ্ সাহেবের বিবৃতি :—

"...আমার দাদা যাঁহাকে লোকে খলিফা বলিয়া ডাকিত, তিনি হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন; তিনি হজরত সাহেবের সত্যতা সম্বন্ধে অনেক তীব্র মন্তব্য ও কটু ভাষা প্রয়োগ করিতেন। আমার পিতা আহমদী বলিয়া তাঁহাকেও অনেক উৎপীড়ন করিতেন। তাঁহার এই উৎপীড়নে তিষ্ঠিতে না পারিয়া আমার পিতা হজরত মসীহ্-মাওউদের (আঃ) নিকট দোয়ার জন্য এক পত্র লিখিলেন। হজরত সাহেবের নিকট হইতে উত্তর গেল, "আমি দোয়া করিয়াছি"। আমার পিতা সেই চিঠি সমস্ত মহল্লা-বাসীকে দেখাইয়া বলিলেন, "হজরত সাহেব দোয়া করিয়াছেন, অতঃপর দেখিও খলিফা আর কখনও হজরত সাহেবের প্রতি গালিবর্ষণ করিবে না।" ইহার দুই তিন দিন পরে জুম্মার দিন ছিল। আমার দাদা অন্যান্য দিনের মত গয়ের-আহমদীদের সঙ্গে জুম্মার নামাজ পড়িতে গেলেন। তাঁহার বরাবরের অভ্যাস ছিল জুম্মার নামাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই হজরত সাহেবের উদ্দেশ্যে খুব গালি-মন্দ দেওয়া। কিন্তু তিনি সেই দিন নামাজান্তে ফিরিয়া আসিয়া হজরত মসিহ্-মাউদ (আঃ) সম্বন্ধে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্চা করিলেন না। তাঁহার এই অস্বাভাবিক নীরবতায় লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অদ্য মির্জ্জা সাহেব সম্বন্ধে এত নীরব কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "অনর্থক তাঁহাকে গালি-মন্দ দিয়া লাভ কি? অদ্যই জুম্মাতে মৌলবী সাহেব ওয়াজ্ করিলেন, "কোন ব্যক্তি যত বড় মন্দই হউক না কেন, তাহার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়।" ইহাতে লোকেরা বলিল, "আচ্ছা! এই কথা? সর্ব্বদাই তুমি গালি দিয়া আসছ। অদ্য তোমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে? আসল কথা কি, বাবু (মৌলবী দরদ সাহেবের পিতাকে লোকেরা বাবু বলিয়া ডাকিত) গতকলাই কাদিয়ান হইতে আগত এক পত্র দেখাইয়া বলিয়াছিল, "এখন হইতে দেখিতে পাইবে খলিফা আর হজরত সাহেবকে গালি দিবে না।"

এই ঘটনার পর হইতে বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে উস্কান সত্ত্বেও আমার দাদা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) প্রতি কখনও কোন কটু বাক্য প্রয়োগ করেন নাই এবং আহমদীয়তের জন্য আমার পিতাকেও আর কোন কষ্ট দেন নাই।

পীর ছেরাজুল হক্ সাহেব তাঁহার কিতাব "তাজ্‌কেরাতুল-মাহদীর" মধ্যে লিখিয়াছেন :—

"একবার বোম্বাইয়ের কোন এক মেমোন শেঠ হজরত সাহেবকে নজরানা দেওয়ার জন্য ৫০০৲ টাকা লইয়া কাদীয়ান আসেন। তিনি আসিয়াই আমাকে (পীর সাহেবকে) বলিলেন, "দেখুন! আমি কেবল হজরত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমার সময় অতি অল্প। আমাকে এখনই চলিয়া যাইতে হইবে। আপনি ভিতরে সংবাদ দিন যেন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমি এখনই চলিয়া যাইতে পারি।" সেই লোকটার সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া হজরত সাহেবের নিকট একখানা চিঠি পাঠাইলাম। উহার উত্তরে হজরত সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন, "তাহাকে বলিয়া দাও, এই সময় আমি কোন এক দিনী (ধর্ম্ম সংক্রান্ত) কাজে লিপ্ত আছি। ইন্‌সাল্লা জোহরের নামাজের সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে"। ইহাতে সেই শেঠ আমাকে বলিলেন, "আমার এতটুকু সময় নাই যে, আমি জোহরের নামাজের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি।" আমি হজরত সাহেবকে পুনরায় তাহার বক্তব্য লিখিয়া জানাইলে হজরত সাহেব উহার কোন উত্তর দিলেন না। ইহাতে লোকটা চলিয়া গেল। জোহরের নামাজের সময় হজরত সাহেব বাহিরে তশরিফ আনিলে নামাজান্তে এক ব্যক্তি বলিল, একজন মেমোন শেঠ হুজুরের সাক্ষাৎ প্রত্যাশী হইয়া আসিয়াছিল এবং নজরানা স্বরূপ হুজুরকে ৫০০৲ টাকাও দিতে চাহিয়াছিল"। ইহার উত্তরে হজরত সাহেব বলিলেন, "তাহার টাকার আমার কি প্রয়োজন? তাহারই যখন অবসর নাই তখন আমার অবসর কোথায়? তাহার যখন খোদার প্রয়োজন নাই, তখন দুনিয়ার আমার কি প্রয়োজন?"

টীকা :—উপরোক্ত ঘটনা হইতে খোদা-প্রেরিত মহাপুরুষ ও দুনিয়াদার পীর ও গদ্দিনেশীনদের মধ্যে যে কি পার্থক্য তাহা বুঝা যায়। তখনকার দিনের ৫০০৲ টাকা অল্প ছিল না। সেই টাকা লইয়া যদি উক্ত মেমোন শেঠ অন্য কোন পীর বা গদ্দিনেশীনের খানকায় গিয়া হাজির হইতেন তাহা হইলে তাহাকে এমন ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। শত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া পীর সাহেব সেই শেঠজীকে সাক্ষাৎ দানে আপ্যায়িত করিতেন এবং নিজেও আপ্যায়িত হইতেন। আজকালকার দিনে সেই মুরীদই পীর সাহাবের অধিকতর প্রিয় যে পীর সাহেবকে অধিক টাকা দিতে পারে। কিন্তু হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এই পৃথিবীতে দুনিয়া-দারী ব্যবসা ফাঁদিবার জন্য আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন, দুনিয়ার লোককে সত্য-লোকের সন্ধান দিতে, পথ-বিভ্রান্ত লোককে সত্য-পথ প্রদর্শন করিতে। তাই তিনি মেমোন শেঠের ৫০০৲ টাকাকে অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কারণ তিনি যে-ধনে ধনবান ছিলেন তাহার নিকট পরশমণিও যে তুচ্ছ পদার্থ ছিল।

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও যুদ্ধ

[আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব—আহমদীয়া মিশনারী]

আল্লাহতালা মানব-জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া—এই অনুভূতি সকল মানুষেরই আছে। মানুষের মধ্যে যাহাদিগকে সকলের নীচে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, যাহারা নিজদিগকেও সকলের নীচে মনে করিতে অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্যেরাও তাহাদিগকে সকলের নীচেই মনে করিয়া থাকে; তাহাদিগকেও যদি মানবেতর কোন জীবের নামে অভিহিত করেন, তাহা হইলে তাহারাও চটিয়া উঠিবে, নিজদিগকে অপমানিত মনে করিবে।

তাহারা জানে না, কেন তাহারা অন্য জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহারা বলিতে পারিবে না, কোন দিক্ দিয়া তাহারা অন্য প্রাণী হইতে উৎকৃষ্ট। আহার-বিহার, সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, সন্তান-উৎপাদন, সন্তান-প্রতিপালন, খাওয়া-দাওয়া, প্রস্রাব-পায়খানা, নিদ্রা-জাগরণ, পরিশ্রম, শ্রান্তিলাভ, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে মানুষও যে অন্যান্য জীবেরই মত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, তবু মানুষের ভিতরকার আত্মা কিছুতেই অন্য কোন জন্তুর মত বলিয়া নিজকে মনে করিতে রাজি হইবে না। তাহাতেই বুঝা যায়, মানুষের এই দাবী সত্য এবং স্বাভাবিক।

কিন্তু মানুষ কেন অন্যান্য জীবের তুলনায় সকলের চেয়ে বড়, এমন কি ফেরেস্তার চেয়েও মানুষের স্থান উর্দ্ধে, ইহার কারণ বিভিন্ন দার্শনিকগণ যাহাই মনে করুন, আমি বলিতে চাই, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হৃতস্বর্গের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য এবং বিজয়ের আনন্দে গৌরবান্বিত করিবার জন্য আল্লাহতা'লা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছার, স্বাধীন ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এইখানেই মানুষ সকলের শ্রেষ্ঠ। ফেরেস্তাগণ এবং মানবেতর জীব-জন্তুর সেই ক্ষমতা নাই।

ফেরেস্তাগণও যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে না। তাহাদের শুধু নেকির কাজ—আল্লার দেওয়া নির্দ্ধারিত আদেশ পালন করা ছাড়া অন্য আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ইতর জীবগণ ও তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত নিয়মের বাইরে যাইতে পারে না; গরু মাংস ও বাঘে ঘাস খাইতে পারে না। কিন্তু মানুষকে মানুষের স্রষ্টা এরূপ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় স্বাধীন শক্তির স্বাধীন ব্যবহার করিয়া যাহা করিতে নাই তাহাও করিতে পারে, যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা হইতেও বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া ও অন্যায় বর্জ্জন করিয়া থাকার ক্ষমতাও মানুষের আছে, এই জন্যই মানুষ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ।

মানুষ নিজের স্বাধীন শক্তিতে ভাল-মন্দ করিতে পারে বলিয়া-ই ভাল এবং মন্দ কাজের সু ও কু-ফলের আত্মশ্লাঘা ও আত্মগ্লানী মানুষকে ভোগ করিতে হয় এবং এইজন্য যে সুখ ও দুঃখ হয় তজ্জন্য মানুষ নিজের কাছেই নিজে দায়ী।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন মানুষকে এরূপ স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করা হইল কেন? যাহার ফলে মানুষ শয়তানের কবলে পড়িয়া যাহা করিতে নাই তাহাও করিয়া ফেলে। আর যাহা করার নিতান্তই দরকার তাহা হইতেও বিমুখ হইয়া থাকে, ফলে অশেষ দুঃখ-কষ্টের আগুনে পুড়িতে থাকে—দুর্ব্বল মানুষকে কেন স্বাধীন করিয়া দিয়া শয়তানের কবলে ছাড়িয়া দিল, যাহার ফলে মানুষের জীবন-নাট্যের যবনিকা সাধারণতঃ বিষাদান্তক হইয়াই পাত হয় এবং অসহনীয় দুঃখের আগুনের মধ্য দিয়া আরম্ভ হয় পরপারের সীমাহীন অবিনশ্বর জীবন? কেন মানুষের বিধাতা মানুষকে এই বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলিয়াছেন স্বাধীন করিয়া?

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই, আল্লাহতা'লা মানুষকে বিজয়ের আনন্দে গৌরবান্বিত করিবার জন্য শয়তানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, হৃত 'স্বর্গ'কে জয় করিবার জন্য, উদ্ধার করিবার জন্য। মানুষ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বর্গ লাভ করিলে বিজয়ের যে আনন্দ লাভ হইবে মানুষকে স্বাধীন করিয়া স্বাধীন শক্তির স্বাধীন ব্যবহার করিবার ক্ষমতা দিয়া শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সুযোগ না দিলে মানুষ এই বিজয়ের আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিত। বিজয়ের আনন্দের মত আনন্দ আর নাই। এই বিজয়ের আনন্দে গৌরবান্বিত করিবার জন্যই আল্লাহতালা মানুষকে স্বাধীন শক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা দান করিয়াছেন। আল্লাহতালার এই দানের তুলা আর কিছুই নাই। ইহা আল্লাহতালার একটা মস্ত বড় অনুগ্রহ।

এরূপ না করিয়া যদি আল্লাহতালা এমনিই স্বর্গ দান করিয়া দিতেন, তাহা হইলে ভিক্ষার দানের মত ইহা মানুষকে এত বড় আনন্দ দান করিত না।

তাই বলিতে চাই, যুদ্ধ করা মানুষের জীবনের একটা বড় রকমের কর্ত্তব্য। বিজয়ের আনন্দে গৌরবান্বিত হওয়া মানব-জীবনের একটা বড় রকমের স্বার্থকতা। তাহা না হইলে মানুষের জীবন এক রকম ব্যর্থ হইয়া যাইত। মানুষ যৌবনে পদার্পণ করিয়াই শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকে। অনেকেই শৈশবের স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে হৃত-স্বর্গের পুনরুদ্ধার করিতে পারে। শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করার মধ্যেই মানবতার প্রকৃত স্বরূপ নিহিত আছে।

তাই বলিতেছিলাম, মানুষকে যুদ্ধ করিতে হইবে, শয়তানকে পরাজিত করিয়া হৃত-স্বর্গের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে এবং স্থায়ী ভাবে ইহ-জীবনে ও জীবনের পরপারে অসীম জীবনের জন্য স্বর্গের অধিকারী হইতে হইবে।

এই শয়তান কখনও মানুষের আভ্যন্তরীন মন-জগতে মানুষকে আক্রমণ করে, কখনও বাহ্য জগতে মানুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানুষের শান্তির রাজ্য হরণ করিতে চায়। অতএব মানুষকে যুদ্ধ করিতে হইবে মন-জগতের আভ্যন্তরীণ শয়তানের সঙ্গে, আর কখনও বাহ্য জগতের মানব-মূর্ত্তি-ধারী শয়তানের সঙ্গে।

তাই আমরা মানব জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিভিন্ন মহাপুরুষগণ মন-জগতের ও বাহ্য জগতের শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্য-মণ্ডলীকে শিখাইয়া গিয়াছেন, কি-ভাবে উভয়-বিধ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়।

হজরত মোহাম্মদ ছাঃ-এর জীবনী আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার সারা জীবনটাই উভয়বিধ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কাটিয়াছে।

প্রাগ-ইস্‌লামীয় যুগের ঐশী প্রেরিত মহা-পুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বিশেষ কাল, বিশেষ দেশ ও মানব-জাতির বিশেষ অংশের জন্য। তাই তাঁহারা স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন এবং জাতি-বিশেষের মধ্যে স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আর হজরত মোহাম্মদ ছাঃ আবির্ভূত হইয়াছিলেন দুনিয়ার সমগ্র মানব-জাতির জন্য, সমগ্র দুনিয়াতে সমগ্র কালের জন্য স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করিতে—শয়তানের কবল হইতে স্বর্গ-রাজ্য উদ্ধার করিয়া।

তাই বিশ্বমানবতার পূর্ণ আদর্শ হজরত মোহাম্মদ ছাঃ যে-যুদ্ধ করিয়া ও শিখাইয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা চিরতরে শয়তানকে নিহত করিয়া মানব-জগতে বিশ্ব-স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে চির কালের জন্য। সেই যুদ্ধ বিভিন্ন আকারে এখনও চলিতেছে, আর ও চলিতে থাকিবে, যতদিন শয়তান একেবারে নিহত না হইয়া যায়।

দুনিয়ার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহু দিন ধরিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, মানুষের রক্তে রঞ্জিত লাল পতাকা উড়াইয়া মানুষ নিজেদের বিজয় গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। মানুষের রক্তে হোলি খেলিয়া মানুষ পৈশাচিক অট্টহাসির মধ্যে আনন্দ অনুভব করিয়া আসিতেছে। ইহার দরুন মানবতার স্বর্গ-রাজ্য হইতে বিতাড়িত মানুষ শয়তানের কবলে পড়িয়া মানব মূর্ত্তিতে শয়তান হইয়া পড়িয়াছিল এবং লড়াই মানুষে মানুষে নয়, বরং শয়তানে শয়তানে হইয়া আসিতেছিল; কিংবা মানবতার স্বর্গ-রাজ্য হইতে মানুষকে বিতাড়িত করিবার জন্য যখনই মানবমূর্ত্তি ধারী শয়তান আক্রমণ করিয়াছে, তখনই স্বর্গ-রাজ্যে অবস্থিত মানুষগণ নিজ রাজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শয়তানের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে।

মানুষে মানুষে কখনও লড়াই হইতে পারে না। মানুষের স্রষ্টা মানুষকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। মানুষকে পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বলি, মানুষে মানুষে লড়াই করিতে পারে না। মানুষ সমষ্টিগত সমবেত শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যক্তি-গত জীবনও ধারণ করিতে পারে না। তাই বলি, মানুষে মানুষে লড়াই করিতে পারে না। দুইজনের মিলনের ভিতর দিয়া তৃতীয় ব্যক্তির সৃষ্টি। তাই বলি, মানুষে মানুষে লড়াই করিতে পারে না। যত অধিক সংখ্যক মানুষের সমষ্টি যত বড় সমবেত শক্তির সৃষ্টি করিবে, মানব-জীবন ততই সহজ, সুগম ও সুখের হইবে। তাই বলি, মানুষে মানুষে লড়াই করিতে পারে না। তবে মানুষে শয়তানে, অথবা শয়তানে শয়তানে লড়াই হইয়া থাকে, হইয়া আসিতেছে।

শয়তানকে একেবারে নিহত করিয়া মানব-সমাজে চির স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করিয়া মানব-সমাজের হৃত স্বর্গ-রাজ্যের চিরতরে উদ্ধার সাধন করিবার জন্য হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ-এর আবির্ভাব।

তাই হজরত মোহাম্মদ ছাঃ যুদ্ধ করিয়াছেন মানব-মূর্ত্তিধারী শয়তানের সঙ্গে এবং এই যুদ্ধ জারি রাখিয়া গিয়াছেন যত দিন শয়তান একেবারে চিরতরে নিহত না হয়, তথা-কথিত মানুষের সমাজ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহাদি চিরতরে রহিত না হয়।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাঁহারই প্রতিশ্রুত খলিফা মসিহ মাওউদ আঃ-এর আবির্ভাবের সময় শয়তানি শক্তি খুব প্রবল হইয়া উঠিবে; কিন্তু মসিহে মাওউদের তরবারীতে নয়, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বায়ুতে সেই শয়তান চিরতরে নিহত হইবে; বিশ্ব-মানব-জগতে স্বর্গ রাজ্য স্থাপিত হইবে।

তাই আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে শয়তানের সঙ্গে; নিহত করিতে হইবে শয়তানকে। বিশ্ব-মানব-জগৎ হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি অশান্তিকে দূর করিয়া দিতে হইবে, যুদ্ধ করিয়াই যুদ্ধকে রহিত করিতে হইবে মানুষের জগৎ হইতে।

দীর্ঘ দিন ধরিয়া মানুষে-শয়তানে ও মানব মূর্ত্তিধারী শয়তানে শয়তানে লড়াই চলিয়া আসিতেছে। মানুষের জগৎ হইতে এই লড়াইকে চিরতরে দূর করিয়া দিবার জন্যই হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ-এর আবির্ভাব। তিনি আবির্ভূত হইয়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ নামধারী-দিগকে আহ্বান করিলেন, প্রকৃত মানুষ করিয়া মানুষের জগৎ হইতে যুদ্ধ দূর করিয়া দিবার জন্য, মানুষের জগৎ হইতে শয়তানকে চিরতরে তাড়াইয়া দিয়া।

এই মহান উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যে ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান মটো—"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু-মোহাম্মাদুর-রসুলুল্লাহ"—অর্থাৎ "এক আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোন উপাসনার বস্তু নাই, মোহাম্মদ আল্লাহরই প্রেরিত।"

এই মহা বাক্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে, সেই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর স্বত্তাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে তিনিই যে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই যে আমাদের—আমরা সকল মানুষের পরম পিতা, এবং আমরা পরস্পর ভাই ভাই এই কথায়, আর তাঁকে লাভ করাই যে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ এই আদর্শে। এই উপলব্ধি ও বিশ্বাস যদি আমাদের লাভ হয়, তাহা হইলে, যে সমস্ত কারণে তথা-কথিত মানুষে-মানুষে বারবার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাহা দূর হইয়া যায়।

মানুষকে মানুষের স্রষ্টা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সমান সমান করিয়া—পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার দিয়া, কিন্তু মানুষ শয়তানের কবলে পরিয়া একে অন্যের অধিকার নিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; তাই যুদ্ধ বাঁধিয়াছে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইয়াছে। ফলে এক দল আর এক দলকে নীচে ফেলিয়া দিয়াছে, আবার সুযোগ বুঝিয়া নীচের দল উপরে উঠিতেছে, উপরের দল নীচে পড়িতেছে, এই ভাবে বহুদিন ধরিয়া মানব-জগতে উল্টাউল্টি চলিতেছে—যুদ্ধ আর থামিতেছে না। হজরত মোহাম্মদ ছাঃ-এর এই উপরোক্ত কলেমার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষ বুঝিবে, মানুষ সকলই একই পরম পিতার সন্তান, পরস্পর ভাই ভাই, কেও কারও উপরে এবং নীচে থাকিতে পারে না।

তথা-কথিত মানুষে-মানুষে লড়াই করিবার আর একটা কারণ, মানুষ শয়তানের মোহে পড়িয়া বিভিন্ন জিনিষের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিভিন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মানুষ ছুটিয়াছে বিভিন্ন দিকে, তাই এই মানুষে মানুষে ধাক্কাধাক্কি লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ যদি সকলই একই দিকে ছুটিত, একই বস্তুকে লক্ষ করিয়া চলিত, তাহা হইলে এই ধাক্কাধাক্কি হইত না, ফলে যুদ্ধও বাধিত না। এই কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।

মানুষের স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন একই মানবতা দিয়া বিশ্বের সকল মানুষকে পরস্পরের প্রতি মিলন-প্রয়াসী করিয়া, পরস্পরে মুখাপেক্ষী করিয়া। কিন্তু শয়তান বিভিন্ন দিক্ দিয়া মানুষের মনোবৈজ্ঞানিক একত্ব ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের মাঝখানে বিভিন্ন প্রকারের সীমারেখা টানিয়া বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিশ্ব-মানবতাকে বিভিন্ন খণ্ডে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আজ শতধা বিচ্ছিন্ন মানব-সমাজ একে অন্যকে ধ্বংস করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে। ফলে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হইয়াছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই যার যার স্বাতন্ত্র ও লক্ষ্যকে উচিয়ে রাখিতে চায় অপরকে দলিয়ে। কেও পরম পিতার দেওয়া বাস ভূমির অংশ বিশেষকে নিজেদের কল্পিত সীমা-রেখা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া নিয়া পৃথক এক একটি গণ্ডির সৃষ্টি করিয়াছে, এবং এই গণ্ডিস্থিত লোকদের ছাড়া অন্যান্য ভাইদিগকে পর করিয়া দিয়াছে এবং এই ভূখণ্ডের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেও বিশেষ প্রকারের কৃষ্টির ভিতর দিয়া একটা পৃথক গণ্ডির সৃষ্টি করিয়া ভাবিতেছে, এইটাকেই কেবল বাঁচিয়ে রাখিবে এবং এই বিশেষ কৃষ্টির পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে অন্যটাকে ধ্বংস করিয়া। তাহারা ভাবে না যে, বিভিন্ন প্রকারের কৃষ্টির ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠার মধ্যেই বিশ্ব-মানবতার কল্যাণ, অন্যথায় কোন কৃষ্টি এবং কোন সাধনাই দুনিয়াতে বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না ও মানুষের কাজে লাগিতে পারে না। কেও আব-হাওয়া, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি প্রসূত বর্ণের বৈষম্য নিয়া পৃথক গণ্ডি সৃষ্টি করিয়াছে, এবং অন্য বর্ণের লোকদিগকে দলিয়ে নিজের চামড়ার বর্ণের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এই চামড়ার বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বই যেন মানুষের জীবনের একমাত্র স্বার্থকতা।

কেও বিশ্ব-মানবতাকে ভাগাভাগি করিয়া রাখিয়াছ বিভিন্ন ব্যবসা ও বিভিন্ন কাজের মধ্যে সম্মানের তার-তম্য সৃষ্টি করিয়া, অথচ একমাত্র কাজ ও ব্যবসার বিভাগই মানুষের জীবন ধারণের অপরিহার্য্য সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করিতে সক্ষম। যে-বিভাগ মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মিলিয়া থাকিতে বাধ্য করে, শয়তানের মোহে পড়িয়া মানুষ সেই মিলনের সেতুকেই বিশ্ব-মানবতাকে খণ্ড খণ্ড করিবার হেতু করিয়া তুলিয়াছে, এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব ব্যবসা ও কাজের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আর এক দল মানুষ অর্থের পূজা করিয়া জগতের যাবতীয় অর্থ নিজেদের করায়ত্ব করিবার চেষ্টায় অপরকে নিষ্পেষিত করিয়াছে। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিষ্পেষিত জন-সাধারণের মনের আগুণ বিশ্ব-মানবতার শুষ্ক খরের মধ্যে জলিয়া উঠিয়াছে, আর মানবতার সৌম্য কান্তি এই আগুণে জলিয়া ছাই-ভস্ম হইয়া গিয়াছে।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাঃ-এর দেওয়া কলেমা মানুষকে এই বিভিন্ন বস্তুর পূজা ছাড়িয়া দিয়া এক আল্লাহর পূজার দিকে আহ্বান করিয়াছে। বস্তুতঃ যদি দুনিয়ার যাবতীয় মানব বিভিন্ন লক্ষ্য ও বিভিন্ন বস্তুর পূজা ছাড়িয়া দিয়া একই পরম পিতার পূজার দিকে ধাবিত হইত, তাহা হইলে মানুষে-মানুষে এই যুদ্ধ বাধিত না। আজ যদি মানুষ বুঝিতে পারে যে, এক আল্লার পূজা করার মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত স্বার্থকতা নিহিত আছে, আর কিছুই মানুষের পূজার উপযোগী নয়, সেগুলি ভৌতিক জীবনের সামান্য উপলক্ষ মাত্র, তাহা হইলে আর মানুষ মানুষের রক্তে হাত রঙ্গাইয়া আনন্দ অনুভব করিবে না। তাই হজরত মোহাম্মদ ছাঃ বিশ্ব-মানবতার মটো দিয়াছেন—**লা-ইলাহা-ইল্লাহ**—একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কাহারও, আর কিছুরই পূজা করিতে পারি না।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত হইয়া বিশ্ব-মানবতার সেবা করিয়াছেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাঃ। তাই এই কলেমার মধ্যে হজরত মোহাম্মদ ছাঃ-কে পেশ করা হইয়াছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রকাশক বিশ্ব-মানবতার সেবায়ীত হিসাবে দুনিয়ার সকল মানুষের আদর্শ রূপে।

অতএব মানুষের জগৎ হইতে যুদ্ধ চিরতরে দূর করিয়া দিবার জন্য, মানুষের পরস্পরের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবার জন্য, এবং মানুষের জগৎ হইতে শয়তানকে তাড়াইয়া দিবার জন্য, মানুষকে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাঃ-এর আদর্শে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর পূজা ছাড়িয়া দিয়া এক পরম পিতা আল্লাহ-তা'লার পূজায় ব্রতী হইতে হইবে, আর নিয়োজিত হইতে হইবে বিশ্ব-মানবতার সেবায়—যুদ্ধ করিতে হইবে শয়তানের সঙ্গে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার অধিনায়কতায়।

হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন, একদিন আসিবে যে-দিন শয়তান চিরতরে নিহত হইবে। সেই প্রতিশ্রুত দিন মানুষে-মানুষে মহা মিলনের দিন, শয়তানি শক্তি প্রবল হইয়া উঠিবে নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপের শেষ বারের জলিয়া উঠার মত ও মরনোন্মুখ ব্যক্তির নাড়ীর সবল স্পন্দনের মত।

আমার বিশ্বাস, সেই দিন বোধ হয় আর বেশী দূরে নয়, যে-দিন শয়তান চীরতরে নিহত হইবে; মানুষের জগতে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপিত হইবে, কলির অবসান ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। মিলিত কণ্ঠে জগতবাসি গাহিবে—

"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু-মোহাম্মাদুর-রসুলুল্লাহ।"

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান সংবাদ

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) বর্ত্তমানে শিমলা আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা ভাল। বন্ধুগণ তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন।

সম্প্রতি হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) দ্বিতীয়া কন্যা সাহেব-জাদী আমতুর রশীদ সাহেবার 'রুখ্‌ছতানা' (কনেকে বরের গৃহে প্রেরণ উৎসব) সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'লা মোবারক করুন। বিগত মজলিসে-শুরার সময় ভাগলপুর নিবাসী মৌলবী আবদুর রহীম আহমদ এম-এ সাহেবের সঙ্গে এই বিবাহ হইয়াছিল। রুখ্‌ছতানার দিবস হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আঃ) বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের বহু লোককে নিমন্ত্রিত করেন।

অতঃপর মৌলবী আবদুর রহীম আহমদ সাহেব 'অলিমা' (বর-কণের শুভ-মিলনের শুকরানায় বর কর্ত্তৃক ভোজ দান) উৎসব সম্পাদন করেন এবং বহু লোককে নিমন্ত্রিত করেন।

৮ই সেপ্টেম্বর হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ আওয়ালের (রাঃ) তৃতীয় পুত্র সাহেব জাদা মৌলবী আবদুল মন্নান সাহেব এম-এ, হজরত মসিহ মাউদের অন্যতম সাহাবী হজরত মৌলানা সের আলী সাহেব বি-এর কন্যা সাহেব-জাদী আমতুর রাহমান সাহেবা বি-এ, বি-টি-র সহিত শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত উক্ত তারিখে হজরত আমীরুল-মোমেনীনের মাতুল হজরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের কন্যা সাহেবজাদী সৈয়দা সৈয়দা বেগম সাহেবার সহিত মালেক ওমর আলী সাহেব, রইছ সুলতান, পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা এই উভয় বিবাহকেই মোবারক করুন।

লণ্ডন সংবাদ

৯ই সেপ্টেম্বর মৌলবী জালালুদ্দীন শামস সাহেব তার-যোগে জানাইয়াছেন যে, মসজিদ হইতে ৪০০ গজ দূরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়; ফলে গৃহাদি বিধ্বস্ত হইয়াছে; বহু গৃহাদি চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়াছে। মস্‌জিদ খোদাতা'লার ফজলে নিরাপদ আছে। কিন্তু গৃহের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে। আন্তরিক দোয়ার আবশ্যক।

১০ই সেপ্টেম্বর মৌলবী জালালউদ্দীন শামস সাহেব তার-যোগে জানাইয়াছেন, সারা রাত্র বোমা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং বোমা-বিধ্বস্তকারী কামানের আওয়াজ শ্রুত হইতে থাকে। মসজিদ হইতে প্রায় ৪০০ গজ দূরে বোমা পতিত হয়। উছমান ষ্টেন নামক জনৈক আহমদী ভ্রাতা অতি অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন।

আক্রমণ কোন দিকে হইবে

নিউজ ক্রনিক্যাল পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ভার্ণনন বার্টলেট লিখিয়াছেন যে, জার্ম্মান-অধিকৃত উপকূল-ভাগে সম্প্রতি যে-পরিমাণ অর্ণবযান ও সৈন্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে আক্রমণ সুনিশ্চিত বলিয়াই মনে হইবে। এক দল বিশেষজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, পরবর্ত্তী সপ্তাহের মধ্যেই এই আক্রমণ সংঘটিত হইবে। পূর্ণিমা এবং জোয়ার এই দুই-ই আক্রমণ চালাইবার পক্ষে অনুকূল। জোয়ারের সুযোগে জার্ম্মানীর বার্জ বা সৈন্য পারাপারের বজ্‌রাগুলি এমন অগভীর জলে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে-খানে ব্রিটিশ ডিষ্ট্রয়ারগুলি তাহাদের ধাওয়া করিতে সমর্থ হইবে না।

পক্ষান্তরে অপর দলের ধারণা এই যে, যদিও নিষ্ক্রীয় হইয়া থাকিলে জার্ম্মানীর জাহাজ ও সৈন্য-ক্ষয় অবধারিত, তবু হিটলার আরো কয়েক-সপ্তাহ অপেক্ষা করিবে; তখন স্বাভাবিক বা কৃত্রিম কুয়াশা এবং দীর্ঘতর রাত্রির আচ্ছাদনে অলক্ষে সৈন্য চালনা অন্ততঃ আংশিক ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে।

আক্রমণ যখনই আরম্ভ হউক, এই আক্রমণের সঙ্গে লণ্ডনের উপর বিপুল বিমান আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা। উদ্দেশ্য এই যে, জন-সাধারণ আতঙ্ক-গ্রস্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবে এবং ফলে, সামরিক প্রয়োজনের জন্য যখন পথ-ঘাট পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন তখনই গৃহহীন নরনারী তথায় বাধার সৃষ্টি করিবে।

কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি সম্ভাবনাও আছে। শত্রুর এই আক্রমণ হয়ত ব্রিটিশ সৈন্য ও জাহাজগুলিকে স্বদেশ রক্ষার্থ ব্যপৃত রাখার একটা কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিটলার এবং মুসোলিনীর প্রকৃত অভিপ্রায় হয়ত ভূমধ্য সাগরের উপর অধিকার স্থাপন করা।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল যে বেতার-বক্তৃতা দান করেন তাহা হইতে বুঝা যায়, নাতসী অভিযান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কতকটা সতর্ক হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জলসায় বিনা-মূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা

আমাদের জনৈক ভ্রাতা ডাক্তার তোফায়েল আহমদ সাহেব এইচ-এম-বি (পোঃ আঃ পাটুয়াখালী, জিঃ বরিশাল) কলিকাতার শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথ—ডাক্তার বাবু মতিলাল মুখার্জি মহাশয়ের সঙ্গে কিছু দিন থাকিয়া পুরাতন ব্যাধি—যথা, বাত, মেহ, শূলবেদনা, হাপানি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, ডিসপেপসিয়া, লিভারবেদনা, হৃদ-রোগ ইত্যাদি বহু পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। জমাতের বন্ধুগণের খেদমতে তাঁহার নিবেদন এই যে, কাহারো পুরাতন ব্যাধি চিকিৎসা করাইবার প্রয়োজন থাকিলে তাঁহার নিকট রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিলে তিনি বিনা-মূল্যে ব্যবস্থা-পত্র পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ নিলে তিনি বাজার-দর হইতে অর্দ্ধেক মূল্যে দিবেন। বর্ত্তমান বৎসরের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জলসায় তিনি, ইনশা-আল্লাহ্‌, উপস্থিত থাকিবেন। কাহারো প্রয়োজন হইলে ঐ সময় তাঁহার নিকট হইতে পরামর্শ ও ঔষধ নিতে পারেন। গরীব লোকদিগকে ঐ সময় তিনি বিনা-মূল্যে ঔষধ দিবেন।

বগুড়ায় নবী-দিবস

১৫ই অক্টোবর বগুড়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার উদ্যোগে বগুড়া "উত্তরা-হাউস" হলে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। বগুড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস-চ্যায়ারম্যান মৌলবী নবীর উদ্দীন তালুকদার বি-এল, এডভোকেট, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় বহু সংখ্যক হিন্দু-মোসলমান শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি, সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। অতঃপর বিখ্যাত দেশ-সেবক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাশ-গুপ্ত বি-এল ও মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব আহমদীয়া মিশনারী হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) জীবন-চরিত ও মহান শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব যুদ্ধ সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদের শিক্ষা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, মানব-জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং জুলুমের প্রতিকারের জন্য ইসলামে যুদ্ধের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোদাতা'লার ফজলে সভা অতি কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

কুলিয়ার চরে ধর্ম্ম-সভা

বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় গয়ের-আহমদীদের উদ্যোগে কুলিয়ার চর জামেয়া-মসজিদে এক মোবাহেছা বা তর্ক-সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রায় তিন শত লোক সভায় যোগদান করেন। সভায় আহমদীদের পক্ষে মৌলবী আবু মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব ও মৌলবী আনীসুর রাহমান সাহেব, উকীল এবং গয়ের-আমদীদের পক্ষে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্রাসার হেড্ মুদাররেস মৌলবী তাজুল-ইসলাম সাহেব ও অন্যান্য কতিপয় মৌলবী ছিলেন। আমাদের পক্ষের বক্তাগণ কোরান করীম ও হাদীস শরীফ হইতে প্রমাণ করেন যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (ছাঃ) পরও তাঁহার উম্মত হইতে গয়ের-তশরীয়ী নবী আবির্ভূত হইতে পারেন এবং প্রতিশ্রুত মসিহ হজরত মীরজা গোলাম আহমদ (আঃ) এইরূপই এক জন নবী। গয়ের-আহমদী মৌলবী সাহেবকে আমাদের পক্ষের মৌলবী সাহেব কতিপয় প্রশ্ন করেন। গয়ের-আহমদী মৌলবী সাহেব সে-প্রশ্নগুলির কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই।

সভা দিনের ১টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত হয়। দিনের ১টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলবী এ, এফ, নুরুল্লাহ্ সাহেব বি-এ সভাপতির কার্য্য করেন। তিনি আমাদের মৌলবী সাহেবের বক্তৃতা-কালে অযথা Interruption বা বাধা-প্রদান করিলে আমাদের বক্তা সাহেব তাহাতে আপত্তি করেন। ইহাতে তিনি অকস্মাৎ সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অতঃপর রাত্রি ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত মৌলবী সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক সাহেব সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতি সাহেবের এবং অন্যান্য কতিপয় লোকের ব্যবহারের জন্য আহমদী ভ্রাতাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। খোদাতা'লার ফজলে সভার ফল ভালই হইয়াছে।

চাঁদা-প্রাপ্তি

এ পর্য্যন্ত যে-সকল আঞ্জোমন ও ভ্রাতাগণ হইতে 'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকের জওয়াব ছাপাইবার সাহায্য-কল্পে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত চাঁদা উল্লেখ করা গেল।

বগুড়া আঞ্জোমন আহমদীয়া——————২৫৲
নাটোর আঞ্জোমন আহমদীয়া——————২৫৲
মৌলবী খলিলুর রাহমান সাহেব, বি-এ, বি-সি-এস——১০৲
মুন্সি এসারউদ্দীন আহমদ সাহেব, শ্যামপুর, রঙ্গপুর——৩৲
মুন্সি আবদুল গফোর সাহেব, উত্তর চান্দপুর, কিশোরগঞ্জ—২৲
মৌলবী অসিউজ্জমান সাহেব, পাইকসা, কিশোরগঞ্জ——১৲
মৌলবী আমীর হুসেন সাহেব, বগুলা, নদীয়া——১৲
মৌলবী আনিসুর রাহমান সাহেব, বি-এল, বাজিতপুর—৩৲

আশা করি, অন্যান্য বন্ধুগণও এই কার্য্যের সাহায্য-কল্পে তাঁহাদের চাঁদা সত্বর প্রাদেশিক আঞ্জোমন আফিসে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন এবং এই কার্য্য যেন সত্বর সম্পাদিত হয় তজ্জন্য দায়া করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক চাঁদা-দাতাকে তাঁহার প্রদত্ত চাঁদার মূল্যের পুস্তক প্রদান করা হইবে।

মজলিসে শোরা

আগামী ১০ই ও ১১ই অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মজলিসে শোরা বা পরামর্শ সভার তারিখ ধার্য্য হইয়াছে। এই সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার এবং তৎ-অধীনস্থ সমুদয় লোকেল আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণকে, সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ সাহেবগণকে এবং কলিকাতা আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর ও সেক্রেটারী সাহেবগণকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর মহোদয়ের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ চিঠি প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিম্ন-লিখিত ভ্রাতাগণকেও উক্ত সভায় নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আশা করি, সকল বন্ধুগণই সোৎসাহে সভায় যোগদান করিয়া নিজ নিজ সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করতঃ কৃতার্থ করিবেন।

মৌলবী খলিলুর রাহমান সাহেব, বি, সি, এস, মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব, মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব, মৌলবী আবদুল হাদী সাহেব, মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব, মৌলবী আবদুর রাজ্জাক সাহেব এম-এ, মৌলবী আবদুল জাব্বার সাহেব বি-এ, বি-টি, মৌলবী শের আফজল খান সাহেব, পাঞ্জাবী, মৌলবী আবদুর রাহমান সাহেব বি-এ, মৌলবী মুনিরুদ্দীন আহমদ সাহেব ও মৌলবী গোলাম মৌলা খাদিম সাহেব।

জেনারেল সেক্রেটারী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক আয়ের বিবরণ

১৯৩৯—৪০ ইং

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্ব-মোট আয়
(ক) সাধারণ বিভাগ													
১। অসিয়ত	৪৪১৸০	২৫২৸/০	১৮৫৸৬	১৪৫৸০	১৬৩।৶/০	১৯৬।৶০	৭৬৬/০	৭১৸০	১৪৪॥০	১২৬।৶/০	৫৩১৶/০	৭৭৲	৩১০২॥৶/৬
২। মাসিক চাঁদা	১০১৸/৬	১৫২৸/৯	৫১৫৸/১২	১৭৭।৶/৬	২৯৮।৩	৩৮১৸৩	১৮৫।৩	১১১॥৩	১৫।৶/৬	১৭২৸৩	২২১৶/৩	২৭১৲	২৬০৫/১০২
৩। জাকাত	×	×	২৭৸৶/০	×	×	২৩॥০	১॥/০	×	×	।/০	×	×	৫৩।০
৪। ফেত্‌রা, ঈদ ফাণ্ড, কোরবানীর খাল ও অন্যান্য যাবতীয় সদ্‌কা ও খয়রাত	২।৶/৩	১৮॥৶/৬	১৸৶/৩	২৯॥৯	৸৶/০	৸০	১৩৬॥৶/৯	৪৫৸৶/৩	৩৸০	৫৩/০	১৩।/০	৩২।/৩	৩৩৯॥৶
৫। এশায়াতে ইস্‌লাম	×	×	×	×	×	×	×	×	×	৬৯।৶/০	×	×	৬৯।৶/০
(খ) বিশেষ বিভাগ													
৬। কাশ্মীর ফাণ্ড	৫৸৩	১০/০	৫০।৶/৬	৪॥৶/৯	৫।/৩	৭।/০	৪৸৶/৬	১৸০	৫॥/০	২৸/৯	৬।৶/০	৩।৯	১৮।৶/৯
৭। তাহ্‌রীকে জদীদ	৬২॥৶/৯	৪৪॥৶/০	৯৮॥/০	১৯৩।০	৬১৸০	১৫৩।৶/০	৮৫।৶/০	১০২॥০	১৩২৲	১১০৶/৩	২০৯৶/০	৫২॥/০	১৩০৬।৶/০
৮। বাৎসরিক জলসা, কাদিয়ান	৭৸০	১০৸০	৩০৶/৩	৯৸০	২৩/৯	১৮।৶/৯	১৭৶/৩	৪১৶/০	১২৸০	২৪৶/০	১৩॥/০	১৪॥৶/০	২২৩।/০
৯। মস্‌জিদে মোবারক ও মস্‌জিদে আক্‌সা	১১॥/৯	৬৶/০	৪৸৶/০	১৸৶/০	১৲	৲৬	২৲	৶০	×	×	×	×	২৭॥৶/৩
১০। জুবিলী ফাণ্ড	৭৫।৶/০	৮১৲	১১০৮॥৶/৬	৪৭৲	১৬৯৲	৬৪॥০	১৪৬৲৩	৮৫৲	×	৪১৲	×	৪৫০৲	২২৬৭॥/৯
১১। দারুল-আনোয়ার	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	×	৫০৲	×	৫০৲	×	২৭৫
১২। নশ্‌র-ও-এশায়াত	×	×	×	×	×	×	×	১॥০	×	×	×	×	১॥০
১৩। এ, এফ্‌, এম্‌, ফাণ্ড	×	×	×	×	×	×	×	×	×	॥০	×	/০	॥/০
১৪। ৩৫,০০০ টাকার ফাণ্ড	২৲	২৲	২৲	২৲	×	৪৲	২৲	২৲	×	৪৲	২৲	২৲	২৪৲
১৫। রিলিফ ফাণ্ড	×	×	৸৩	×	×	×	×	×	×	×	৫।০	১॥৶/০	৭॥৶/৩
মোট	৭৩৬।/৬	৬০৪৲৩	২০৫১৸৪২	৬৩৬।/০	৭৪৭৸/৩	৮৭৫/৬	১৩৭২৶/০	৪৬৩।৬	৩৬৪৲৬	৬০৪॥৩	১০৫১৸৶/৩	৯০৪॥০	১০৪১১৸৪২

(খ)

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্ব-মোট আয়
ইজা :—	৭৩৬।/৬	৬০৫৻৩	২০৫১৸৪ই	৬৩২।/০	৭৪৭৸/৩	৮৭৫/৬	১৩৭২৶০	৪৬৩।৬	৩৬৪৻৬	৬০৪॥৩	১০৫১৸৶৩	৯০৪॥০	১০৪১১৸৪ই
(গ) স্থানীয় তবলীগ বিভাগ													
১৬। আহ্‌মদী পত্রিকা	৮২।৶০	১৮৸০	৭৭৲	৩৫৲	৬১॥০	৪১॥০	৬৯।০	৫৮৲	×	১০৬।০	২৬৲	৩৮৲	৫৯৩॥৶০
১৭। সান্‌-রাইজ	৭৸০	৶০	১২॥৶০	১৸০	৩৲	১॥৶০	৶০	৩।০	×	১॥০	×	৶০	৩১৸৶০
১৮। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা	×	×	×	×	২৲	৬৩/৬	১২/৬	৭॥০	×	২৲	×	×	৮৬॥৵০
১৯। রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স	×	৶০	×	৪৲	×	।৶০	৶০	×	×	×	×	৶০	৪৸০
(ঘ) স্থানীয় প্রণয়ন বিভাগ													
২০। বিভিন্ন পুস্তক	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(ঙ) স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ													
২১। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মস্‌জিদুল-মাহ্‌দী	×	×	×	×	×	×	×	৬৵৯	×	১।/০	×	।৵৯	৮৩
২২। লাইব্রেরী	১।/৬	১০/০	৸০	২৪৶৩	৬/০	২৩০/০	৮৻৩	৫৭॥/০	×	৩॥৶০	২৸৵৩	৮৵৬	১৪৬।৯
(চ) স্থানীয় সাহায্য বিভাগ													
২৩। অজিফা	৫৯।০	১৯৸০	১৯৸০	৩৯॥০	১৯৸০	×	৯৫॥০	×	×	৩৯॥০	১৯৸০	৩৯॥০	৩৫২।০
২৪। আদায়কৃত কর্জ্জ হাসানা	৫৲	৫৲	৩৫৲	৪৲	৬৲	৪৲	×	×	×	২০৲	১০৲	৫৲	৯৪৲
(ছ) স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ													
২৫। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বিশেষ চাঁদা	/০	৩॥৵০	×	৮৶৯	৮॥৵০	৭৲	২৮।৶৯	৩৩৲	×	৬৲	×	১৸/০	৯৬৸/৬
২৬। সাময়িক আমানত ফাণ্ড	×	×	×	×	×	×	৩০৲	×	×	×	×	×	৩০৲
মোট	৮৯২৶০	৬৬১॥৩	২১৯৬৸৶৪ই	৭৫২৸৶০	৮৫৪৸/৩	১০১৬।০	১৬১৫॥৶৬	৬০৮৸/৩	৩৬৪৻৬	৭৮৪॥৵৩	১১১০॥৶৬	৯৯৭৸৩	১১৮৫৬৶১ই

(সমর্থন স্বাক্ষর)—মোবারক আলী, (খান সাহেব),
আমীর, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

সর্ব্ব-মোট আয়—এগার হাজার, আট শত, ছাপ্পান্ন টাকা, দুই আনা, দেড় পাই মাত্র।

মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ ;
১১নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

(গ)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ

১৯৩৯—৪০ ইং

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্ব-মোট ব্যয়
(ক) ও (খ) **সাধারণ ও বিশেষ বিভাগ**													
১। সদর আঞ্জোমনে প্রেরিত মোট চাঁদা	৩৯৮।৶৯	×	১৫৫৪৷৷৶৯	৬৬৩।৯	৮৫৪৸৶৬	২৭৫৶৩	৯৯৩৷৷৶৯	৮১৫৷৷৶০	৫২২৷৷৯	৩৩৭।৶৬	৩০৯।৶৩	৯১৩৸৶০	৭৬৩৯৲৩
(গ) **স্থানীয় তবলীগ বিভাগ**													
২। আহ্‌মদী পত্রিকা	১৩৬।৶০	৬৯৷৷৬	১১৫৷৷৶৬	১২৭।৶৯	৮৫৷৷৶০	১২১।৶৯	৬০৶৬	১৩৩৲	৫১৶৩	১০৪৷৷০	৯৭৸৶৩	২১৯৷৷৯	১৩২০।৩
৩। সম্পাদকের বেতন	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	×	৬৯৲৯	১৬৷৷৶০	৩০৲	৩৫৫৷৷৶৯
৪। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের মোবাল্লেগগণের বেতন	৩৮৲	৪৭৲	৩৪৲	২৭৲	১৮৲	১৮৲	১৮৲	১৮৲	×	৩৬৲	১৮৲	১৮৲	২৯০৲
৫। মোবাল্লেগগণের সফর খরচ	৬৶০	৪৸৶৬	৮৶০	৩১৸৶৬	১০৶৯	×	১৬৶০	১৲	×	×	×	১৷৷৶০	৭২৶৯
৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা	×	×	×	×	×	১২।৶০	৪৶৬	৬৲	৪২৷৷৶০	৭।০	৪৶৬	১৶০	৭৭৸৶০
৭। প্রাদেশিক ও স্থানীয় আঞ্জোমনের বাড়ী ভাড়া	৩৭৲	৩২৲	২২৲	২২৲	২৫৲	২৩৲	২৩৲	২৩৲	×	৪৬৲	২৩৲	২৩৲	২৯৯৲
৮। সান্‌-রাইজ	৭৲	×	×	৭৸৶০	×	৭৸৶০	×	×	×	×	×	×	২২৸০
৯। রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স	৪৲	×	১৲	১৲	২৲	×	১৲	১৲	×	×	৬৲	×	১৬৲
১০। সাধারণ তবলীগ জলসা	১৷৷০	×	×	×	×	৩২৲৩	×	×	×	×	×	×	৩৩৷৷৩
১১। শতকরা ৮৲ টাকা ব্রাঞ্চ আঞ্জোমনের বাবদ খরচ	৮৲৩	১৭।৬	২১৷৷৶৬	১০৷৷৶০	১৯৶৯	২৬৸৶৩	২০৷৷৶৩	৫৷৷০	১৮৸০	২০।৶৯	৪২৶৬	২২৸৶৬	২৩৫৸৶৩
১২। হেণ্ডবিলস্‌ ও ট্রেক্টস্‌	×	×	১২৸০	৮৸৶০	১২৷৷৬	২৩৷৷৶০	১৸০	১৸৶০	২৲	×	১০৶০	৪৭৶৬	১২০৷৷৶০
মোট—	৬৬৬৷৷৶০	২০০৷৷৶৬	১৭৯০৶৯	৯৩০৲	১০৫৭।৶৬	৫৭০।৬	১১৬৮।০	১০৩৫৶০	৬৩৭৶০	৬২০৷৷৶০	৫২৭৶৬	১২৭৭।৶৯	১০৪৮০৸৶৬

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্ব-মোট ব্যয়
ইজা :—	৬৬৬॥/০	২০০॥৶৬	১৭৯০/৯	৯৩০৲	১০৫৭৷৶৬	৫৭০।৬	১১৬৮।০	১০৩৫৶০	৬৩৭/০	৬২০॥৶০	৫২৭৶৬	১২৭৭।৶৯	১০,৪৮০৸৬
(ঘ) স্থানীয় প্রণয়ন বিভাগ													
১৭। বিশেষ কোন পুস্তক	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(ঙ) স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ													
১৪। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদুল-মাহ্‌দী	×	৪।৩	×	×	৬৸৶০	×	৭॥/০	×	×	×	×	৫৲	২৩॥৶৩
১৫। লাইব্রেরী	×	×	×	×	৩৸৶৬	২৶০	১৸০	৸৶০	×	৫॥০	১৸৶০	১॥৶০	১৭৸৬
(চ) স্থানীয় সাহায্য বিভাগ													
১৬। অজিফা	৫৯।০	১৯৸০	১৯৸০	১৯৸০	১৯৸০	১৯৸০	১৯৸০	১৯৸০	×	৩৯॥০	১৯৸০	৩৯॥০	২৯৬।০
১৭। কর্জ্জ হাসানা	×	×	×	×	×	×	×	৯০৲	×	×	×	×	৯০৲
১৮। দাতব্য চিকিৎসা	/৬	১।৶০	১৸৶৯	৶৬	১।/৩	/৯	১৲৬	।০	১।০	১।৬	×	৬৲৯	১৫৲৬
১৯। সাহায্য	×	২৲	×	৪১৲৯	১১৲	১০৲	২৩৲	॥০	১০৲	×	×	২৲	৯৯॥৯
(ছ) স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ													
২০। ডাক খরচ	২৩৲	৪৸৶০	৮৲	১৯৶৶০	১৭৸/০	১৫॥৶৬	২০৶৯	১৩।৬	৬/৯	৪৸৶৬	১৩।/০	৪॥০	১৫১৶০
২১। বিভিন্ন অফিস খরচ	৯।৯	৫৶৩	১৩।৶৩	১৫॥৶৪৯	৪৶৬	১১/১৯	১২॥৶১৯	৭।৶১০৯	৪॥/৬	৭/০	৬।৶৬	৮৸৶০	১০৫৸৩
মোট—	৭৫৮৶৩	২৩৮।০	১৮৩৩৶৯	১০২৬৶৭৯	১১২২৶৯	৬২৯।১০৯	১২৫৪।৪৯	১১৬৭।৪৯	৬৫৯৲৩	৬৭৮৸৶০	৫৬৮॥৶০	১৩৪৪৸৶৬	১১২৮০।৯

১৯৩৯—৪০ ইং সনের সর্ব্ব মোট আয়——১১৮৫৬৶১৯ পাই
১৯৩৯—৪০ ইং সনের সর্ব্ব-মোট ব্যয়——১১২৮০।৯ „

৫৭৫৸৪৯ পাই
বাদ ১৯৩৮—৩৯ ইং সনের মোট ব্যয়-বৃদ্ধি——১৯৩।/৬ „

অবশিষ্ট তহবিল——৩৮২।৶১০৯ পাই

মোট—তিন শত বিরাশি টাকা, সাত আনা, সাড়ে দশ পাই।

মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী,
জেনারেল সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

(সমর্থন স্বাক্ষর)—**মোবারক আলী**, (খান সাহেব),
আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া,
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন

আগামী ১০ই, ১১ই ও ১২ই অক্টোবর, ১৯৪০ ইং, মোতাবেক ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে আশ্বিন, রোজ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মস্‌জিদুল্‌-মাহ্‌দীর প্রাঙ্গণে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইবে। কাদিয়ানের (পাঞ্জাব), সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার দাওয়াত-ও-তবলীগের সেক্রেটারী জোনাব মৌলবী আবদুল মুগ্‌নী খাঁ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। **সকলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।**

সভার কর্ম্ম-সূচী—প্রথম দিবস

প্রথম অধিবেশন—বেলা ১০½টা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত :—

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ।

২। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

৩। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর মহোদয়ের অভিভাষণ।

৪। সভাপতির অভিভাষণ।

৫। হজরত ইসা (আঃ) এর সম্বন্ধে কতিপয় ভ্রান্ত-ধারণার অপনোদন—মৌলবী মোহাম্মদ তালেব হুসেন সাহেব।

৬। আন্‌সারুল্লাহ্‌, খোদ্দামোল-আহ্‌মদীয়া ও আত্‌ফালে আহ্‌মদীয়া—মৌলবী ছৈয়দ সাইদ আহ্‌মদ সাহেব।

৭। মোসলমান জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকার —মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব,—সাব-রেজিষ্ট্রার।

৮। আহ্‌মদীয়তের প্রভাব আমাদের জীবনে—মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রেজাক, এম-এ, এইচ-ডিপ্‌-এড।

দ্বিতীয় অধিবেশন—বেলা ২টা হইতে ৫½ ঘটিকা পর্য্যন্ত :—

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ।

২। ইস্‌লাম ও অন্যান্য ধর্ম্ম—মৌলবী আবু মোহাম্মদ হুছাম উদ্দিন হায়দর সাহেব, অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমীর কলিকাতা আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া।

৩। ইস্‌লামে মোজাদ্দেদ বা ধর্ম্ম সংস্কারক—মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, আহ্‌মদীয়া মোসলেম মিশনারী।

৪। ইস্‌লামে খেলাফত—মৌলবী বদরউদ্দিন আহ্‌মদ, বি-এল, উকিল।

৫। ইস্‌লামে নবুয়ত—মৌলবী এ, কে, এম, খলিলুর-রাহ্‌মান খাদিম, বি-সি-এস্‌।

৬। জগতের বর্ত্তমান সমস্যা ও আহ্‌মদী জমাতের কর্ত্তব্য—মৌলবী আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এল, সম্পাদক, আহ্‌মদী পত্রিকা।

৭। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) ও বর্ত্তমান জগত—মৌলানা জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব, আহ্‌মদীয়া মোসলেম মিশনারী।

৮। মুক্তি কোন পথে—মৌলবী মোহাম্মদ আবদুস্‌ সোবহান সাহেব, অবসর-প্রাপ্ত পুলিস সব-ইন্‌স্পেক্টার।

দ্বিতীয় দিবস

প্রথম অধিবেশন—বেলা১০½ ঘটিকা হইতে ১২½ ঘটিকা পর্য্যন্ত :—

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ—

২। হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)এর চরিতামৃত—মৌলবী মীর রফিক আলী, এম-এ, বি-টি।

৩। হজরত ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আগমনের কতিপয় নিদর্শন—মৌলবী দৌলত আহ্‌মদ খাঁ, বি-এল, উকিল।

৪। হজরত মসিহ্‌ মাউদ ও ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) সত্যতা—মৌলবী আহ্‌মদ আলী সাহেব।

৫। বিরুদ্ধবাদী মৌলবী মৌলানা সাহেবদের বিরুদ্ধাচরণের স্বরূপ ও কারণ—মৌলবী মোহাম্মদ আনসুর রাহ্‌মান, বি-এল, উকিল।

দ্বিতীয় অধিবেশন—বেলা ২½ ঘটিকা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত :—

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ।

২। তাহ্‌রীকে জদীদ—মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, আহ্‌মদীয়া মোসলেম মিশনারী।

৩। শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট ও হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)—মৌলানা জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব, আহ্‌মদীয়া মোসলেম মিশনারী।

৪। ইংলণ্ডে আহ্‌মদীয়াত—মৌলবী আব্দুল জব্বার, বি-টি, এইচ্‌-ডিপ-এড।

৫। জগতে প্রকৃত শান্তি কেবল আহ্‌মদীয়তই স্থাপন করিতে পারে—খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী, বি-এ, বি-টি, অবসর-প্রাপ্ত জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার ও আমীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া।

৬। ইউরোপে আহ্‌মদীয়তের ভবিষ্যত—মৌলবী আবুল ফায়েজ খান চৌধুরী, বি-টি, এইচ্‌, ডিপ, এড, এম, আর, এস্‌, টি।

৭। জগতে আহ্‌মদীয়তের বিস্তার—মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম, বি-এল, উকিল ও আমীর, জেলা আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়া।

৮। সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়া—

তৃতীয় দিবস

মহিলা অধিবেশন—১টা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত :—

১। কোরান শরীফ ও কবিতা পাঠ।

২। মহিলাদের প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা।

৩। মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের বক্তৃতা।

৪। স্থানীয় আমীর সাহেবের বক্তৃতা।

৫। প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আমীর মহোদয়ের বক্তৃতা।

৬। দোয়া—

নোট :—আগন্তুক মেহ্‌মানদিগকে নিজ নিজ বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনিতে অনুরোধ করি। অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবেন।

তাং,
২৬।৯।৪০ ইং,
২৬।৯।১৩১৯, হিঃ, শঃ

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া,
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।